ISSN 2521-4128
বর্ষ ০৫ | সংখ্যা ০৫ | ডিসেম্বর ২০২১

নাট্যবিদ্যা

A Research Journal of
Theatre and Performance Studies Department

নাট্যকলা ও পরিবেশনা বিদ্যা বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ- ২২২৪, বাংলাদেশ।

নাট্যবিদ্যা

ISSN 2521-4128

[A Research Journal of Theatre and Performance Studies Department]

বর্ষ ০৫ | সংখ্যা ০৫ | পৌষ ১৪২৮
Year 05 | Issue 05 | Dec. 2021

সম্পাদক
মো. আল্ জাবির

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ

CamScanner







উৎসর্গ

মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত ও বীরঙ্গনাদের
প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

CamScanner

নাট্যবিদ্যা
[A Research Journal of Theatre and Performance Studies Department]

বর্ষ ০৫ | সংখ্যা ০৫ | পৌষ ১৪২৮
Year 05 | Issue 05 | Dec. 2021

প্রকাশক
নাট্যকলা ও পরিবেশনা বিদ্যা বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ
রাশেদ সুখন

অলংকরণ
রংমিলান্তি, ময়মনসিংহ

মূল্য
২৫০ টাকা, ৫ ইউ.এস ডলার

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বিভাগীয় প্রধান
থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, কলা ভবন
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ
E-mail: zabirknu@gmail.com

Natyabidya [A Research Journal of Theatre and Performance Studies Department], Year 05, Issue 05, December 2021, Edited by Md. Al Zabir, Head of the Department, Department of Theatre and Performance Studies, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Trishal, Mymensingh- 2224, Bangladesh. Published by Department of Theatre and Performance Studies, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Trishal, Mymensingh-2224, Bangladesh. ISSN 2521-4128, Price: Tk. 250 (BD) $ 5 (US).

CamScanner

নাট্যবিদ্যা

ISSN 2521-4128

বর্ষ ০৫ | সংখ্যা ০৫ | পৌষ ১৪২৮

Year 05 | Issue 05 | Dec. 2021

সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদক : মো. আল্ জাবির

সদস্য : অধ্যাপক ড. বিজয় ভূষণ দাস
অধ্যাপক ড. মোঃ সাহাবউদ্দিন
ড. সৈয়দ মামুন রেজা
ড. মোঃ কামাল উদ্দীন
মো. মেহেদী তানজির

CamScanner

সূচিপত্র

আধুনিক বাংলা গানে শ্যামল মিত্রের অবদান প্রসঙ্গ ১১
ড. দেবাশীষ বেপারী

ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্য *পদ্মার গান* : বিষয় ও পরিবেশনারীতি ২৯
মো. তাশহাদুল ইসলাম তারেক

গ্রাফিক ডিজাইন ও নয়াপ্রযুক্তি : নান্দনিকতার ভূত-ভবিষ্যৎ ৪৭
ড. ইসলাম শফিক

সঙযাত্রা আঙ্গিকে 'মুখরা রমণী বশীকরণ' নাটকের পরিবেশনা ৭১
মো. মাহফুজুর রহমান

প্রতিবাদী সত্তার জাগরণের প্রতীক সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য ৮৭
প্রসঙ্গ *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* ও নূরলদীনের সারাজীবন
ফারজানা রুমা

বাংলা গানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ১০১
মো. মামুনুল ইসলাম

বেকেটের ভাবনায় জীবনের অস্তিত্ব সংকটে নান্দনিকতার বিচার ও বিশ্লেষণ ১১৫
আতিকুর রহমান সুজন

'রথের রশি' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেণি ও সমাজ চেতনা বিশ্লেষণ ১২৯
ড. মো. কামাল উদ্দীন

রবীন্দ্র চিত্রকলার বিষয়বৈচিত্র্য ১৪৯
সীমা ইসলাম

The Idea of *Mela* and *Utsav* in secular form: ১৬৩
Rabindranath Tagore and his 'Santiniketan'
Bivash Bishnu Chowdhury, Ph.D

CamScanner

নাট্যবিদ্যা বর্ষ ০৫ | সংখ্যা ০৫ | ডিসেম্বর ২০২১
ISSN 2521-4128

আধুনিক বাংলা গানে শ্যামল মিত্রের অবদান প্রসঙ্গ

ড. দেবাশীষ বেপারী*

সারসংক্ষেপ

আধুনিক গান বর্তমান সময়ে সব থেকে জনপ্রিয় এবং হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত রূপে বিবেচিত। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শুরুতেই সূচিত হয়েছিল এ ধারা। কণ্ঠের অভাবনীয় শ্রুতি মধুরতার জন্য বাংলা গানের ভুবনে ও বাঙালি শ্রোতাদের অন্তরে গায়ক শ্যামল মিত্র (১৯২৯-১৯৮৭) চিরস্থায়ী আসনে বিরাজমান। সুরকার হিসেবেও ছিলেন সমকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর গান যেন বাঙালি শ্রোতাদের চিরদিনের গান। প্রথম জীবনে গানকে পেশা হিসেবে নিতে পারিবারিকভাবে অনেক বড় প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল শ্যামল মিত্রকে। পরে অবশ্য সেই গান দিয়েই প্রশান্তিতে ও খ্যাতিতে ভুবন ভরিয়ে দিয়েছেন। শ্যামল মিত্রের অমর নাম জয়গৌরবের সহিত বাংলা অধুনিক গানে স্মরণীয়। আধুনিক বাংলা গানে ও ছায়াছবির গানে অসংখ্য গান কালজয়ী হয়েছে শ্যামল মিত্রের। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের আধুনিক ধারার গানে ছিল অভিমান ও বিরহের ঘোর। আশার খেলাঘর, ভুলের বালুচর, স্বপ্ন আর সমাধি, আবার চৈতালি চাঁদ হয়ে আকাশে জেগে থাকা, দূরের তারার পানে চেয়ে চেয়ে আকাশের প্রদীপ জ্বালা, হংস পাখা দিয়ে ক্লান্ত রাতের চোখে প্রিয়ার নাম লিখে যাওয়া প্রভৃতি ছিল গানের অনুষঙ্গ। এমন সব হৃদয় রাঙানো গানের বাণীতে, শ্যামল মিত্রের সু-সামঞ্জস্য সুর প্রয়োগ ও কৌশলী কণ্ঠ প্রক্ষেপণ বাংলা গানকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। এমন মধুময় কণ্ঠধারী শিল্পী উপমহাদেশে বিরল। শ্রোতানন্দিত শিল্পী শ্যামল মিত্রের আধুনিক গানের বিকাশের পরিক্রমায় অপরিমেয় অবদান। অমর গীতস্রষ্টা ও গায়ক শ্যামল মিত্র যেসব স্মৃতিময় গান দিয়ে তাঁর শিল্পী জীবনে বাংলা অধুনিক গানকে স্মরণীয় করেছেন তারই একটি রূপ চিত্রিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

আধুনিক বাংলা গানের সুবর্ণ যুগ হিসেবে বিবেচিত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের স্বনামধন্য ও কৃতি গায়ক, সুরকার ও সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র। বাঙালির প্রাণে মনে দোলা লাগানো গান যে কজন গুণী শিল্পীর কণ্ঠে গীত হয়েছে, যাঁদের মাধ্যমে তৈরী হয়েছে বাংলা গান তাঁদের মধ্যে শ্যামল মিত্র অন্যতম। বাঙালির হৃদয়াসরে সেসব গান আজও ঝংকার তোলে নিয়ত। বিখ্যাত শিল্পী ও গুরু সুধীরলাল চক্রবর্তীর মাধ্যমেই আকাশবাণী কলকাতায় গান গাওয়ার সুযোগ পান শ্যামল মিত্র। 'জানিগো বন্ধু জানি' গান দিয়ে জীবনের তিনি প্রথম আধুনিক গান রেকর্ড করেন ১৯৪৮ সালে এইচ.এম.ভিতে।

যাঁদের কণ্ঠ অবলম্বন করে আধুনকি বাংলা গানে গতিময়তা এসেছে,শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মান্না দে তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এ প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী তাঁর শত শত গীত মুখরিত গ্রন্থে লিখেছেন–

* সহযোগী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

CamScanner

> বাংলা গানে যেটুকু প্রগতি পন্থার হাওয়া লেগেছিল, এসেছিল সমাজ বাস্তবতা ও দেশকালের স্পর্শ, পাঁচের দশকের গান তাকে অস্বীকার করে কোনো অজ্ঞাত টানে আবার ফিরে গেল সেই অলস ও অভিমানী বিরহের ঘোরে। আবার কাকলি আর কুহুর মিতালি, স্বপ্ন আর সমাধি, ভুলের বালুচর, আশার খেলাঘরের গান বাঁধা হলো। 'পাষানের বুকে লিখনা আমার নাম' একজনের গানের বিনতি। 'এমনও দিন আসতে পারে যখন তুমি দেখবে আমি নাই' সকাতর অনুনয় অন্যজনের। 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে' পৃথিবীর কষ্টকল্পনা এতদূর পৌঁছাল। একজন খেদ করলেন 'খেলাঘর মোর ভেসে গেছে হায় নয়নের যমুনায়।' ইতিহাসের খাতিরে যাঁদের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন তাদের নাম: জগন্ময়-সুধীরলাল-হেমন্ত-ধনঞ্জয়-মানবেন্দ্র-মান্না-শ্যামল-তরুণ-অখিলবন্ধু-শচীনগুপ্ত-তালাত মাহমুদ-দ্বিজেন-পান্নালাল-রবিন-সতীনাথ-মৃণাল-দিলীপ সরকার। সুপ্রভা-উৎপলা-সন্ধ্যা-প্রতিমা-নির্মলা-আরতি-গীতা দত্ত-নীতা সেন। এঁদের কণ্ঠে আশ্রয় করে ১৯৬০ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা গান বিপুল জনাদর কেড়েছে তার কারণ পারফরমার হিসেবে এঁদের মান ছিল অত্যন্ত উঁচু। তাছাড়া গানের সুরে একটা চিন্তা ভাবনার পরিচয় রাখতেন সুরকাররা।[১]

১৯৫২ সালের ২০শে এপ্রিল সুধীরলাল চক্রবর্তী মাত্র ৩৬ বছর বয়সে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। গুরুর প্রয়াণের পরে তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্য করে, তাঁরই সুরকরা গান এইচ.এম.ভি থেকে শ্যামল মিত্র রেকর্ড করেন। এ গান তাঁকে প্রথম খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। যে গান শ্যামল মিত্রকে, গানের ভুবনে, শ্রোতামহলে 'শ্যামল মিত্র' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যের চাকা ঘোরা পবিত্র মিত্রের কথায় এবং সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুরে গানটি ছিল–

'স্মৃতি তুমি বেদনা
আজিও কাঁদিছে হারানো স্বপন
হৃদয়ের বেদিকায়।'

এই গানটি শ্যামল মিত্রকে বাংলা গানের ভুবনে গায়ক হিসেবে অগ্রগণ্য করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এটাই প্রথম জনপ্রিয় গান। এ গান দিয়েই তাঁর সাফল্যের শুরু আর সংগ্রামী দিনের অবসান। এ গানটির কথা স্মৃতিচারণ করেছেন সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা গানের পথচলা' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন–

> শ্যামল দার কণ্ঠে 'স্মৃতি তুমি বেদনার'- বেজে উঠলে মনে হয়- কে বলবে সংগীত মানে কেবলই আওয়াজ? অনুভূত হবে সঙ্গীতের ধ্বনি হচ্ছে জীবনের শত ও শান্তির অনির্বচনীয় অপ্রাকৃত মন্ত্র। ওঙ্কারের সুর- দ্যুতি নিয়ে যেন এঁদের জন্ম।[২]

শ্যামল মিত্রের জীবন পথের মোড় ঘুরে যায় একটি চলচ্চিত্রে নেপথ্য কণ্ঠদানের মাধ্যমে এবং সে চলচ্চিত্রটির নাম ছিল 'সুনন্দার বিয়ে'। সুধীর সরকার পরিচালিত ১৯৫১ সালের ১ জানুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবি 'সুনন্দার বিয়ে'তে গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে

CamScanner